মুখবন্ধ

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার আওতায় প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে বিশ্বে তথা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋত কার্যক্রমে গৃহীত পথিকৃৎ প্রকল্প থেকে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প পরিসরে কাজ করলেও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋত কার্যক্রমের পথিকৃৎ প্রকল্পের উত্তরসূরি হিসেবে এসএফডিএফ-এর রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ফাউন্ডেশন দেশে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋত প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন ও স্বাবলম্বী করার জন্য অবদান রাখছে। ক্ষুদ্রঋত কর্মসূচি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের পরিবর্তে মর্যাদাশীল বিকল্প স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় উপার্জন বৃদ্ধিতে সাফল্য বয়ে এনেছে।

ফাউন্ডেশনের Memorandum and Articles of Association of SFDF, প্রবিধানমালা, মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য-নির্দেশিকা, চার্টার অফ ডিউটিজ, সিপিএফ, কল্যাণ তহবিল, ঝুঁকি ঋত নীতিমালা, শিক্ষা প্রণোদনা, মোটর সাইকেলসহ অন্যান্য নীতিমালা, তফসিল এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত ম্যানুয়াল প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য সৃষ্ট এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনের কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি কর্মচারীর মাঠ কার্যক্রম, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধিবিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারিক, প্রায়োগিক ও বাস্তবতার নিরিখে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে দ্রুত, গতিশীল ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এ ম্যানুয়াল অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। ফাউন্ডেশনের কর্মপদ্ধতি, নীতিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনসমূহ এ ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীগণ হালনাগাদ বিধি বিধান সম্বলিত এ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি এ সমন্বিত ম্যানুয়াল সকলস্তরের অংশীজনকে (Stakeholder) সেবা প্রদানের জন্যও অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই ম্যানুয়াল প্রণয়নে এসএফডিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং ফাউন্ডশনের সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং এ ম্যানুয়াল প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি।

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে বিশ্বে তথা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দরিদ্রতর মানুষের স্বনির্ভরতার জন্য জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের সূচনা হয়। ফলে যেসব মানুষের জামানত দেয়ার মত অবলম্বন ছিল না তারা ঋণ সুবিধা ও সহযোগিতা পেতে শুরু করে। আজকের বাংলাদেশ জাতির পিতার প্রদর্শিত দিকনির্দেশনার আলোকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ সূচনাকারী গবেষণা প্রকল্প ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এসএফডিপি'র মাধ্যমে শুরু হয়েছিল জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম যা আজ দেশের মানুষকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এসএফডিএফ-এর জন্য গৌরবের বিষয় এই যে, জাতির পিতার হাতে সূচিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি এসএফডিপি প্রকল্পের উত্তরসূরী এ প্রতিষ্ঠান।

নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গবেষণা প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে Small Farmers and Landless Labourers Development Project নামে এবং পরে Small Farmers Development Programme- SFDP নামে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় স্বল্প পরিসরের একটি প্রজেক্ট হিসেবে এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে এ প্রকল্পটি যেভাবে বিস্তৃত হবার কথা ছিল সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু এ সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংক, বিআরডিবি, পিডিবিএফ, পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আশাসহ বিভিন্ন ব্যাংক, অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাপক মূলধন নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। ফলে এসএফডিএফ পথিকৃৎ সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ মূলধনের অভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অন্যান্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে ১৯৯৬-৯৯ সালে প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রেখে ডিপিপিতে প্রকল্পটি সমাপ্তির পর স্থায়ী ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে সমাপ্তির পর প্রকল্পটি Small Farmers Development Foundation-SFDF নামে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময়ে Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা সংশোধন করে জিওবি হতে অর্থ বাড়িয়ে মোট প্রকল্প ব্যয় ২৯.৩৮ কোটিতে উন্নীত করা হয়। এ প্রকল্পে আবর্তক ঋণ তহবিল ছিল ২৭.৪৮কোটি টাকা। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার কর্তৃক ৫৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এসএফডিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে সংশোধন করে ৫৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়। এ প্রকল্পে আবর্তক ঋণ তহবিল ছিল ৩৮.২০ কোটি টাকা। বর্তমান উন্নয়নবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা-২য় পর্যায় প্রকল্প নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২.৫০ কোটি আবর্তক ঋণ তহবিল পেয়ে অনুমোদিত মোট ০৩টি প্রকল্প থেকে ১২৮.১৮ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাতে অনুদান হিসেবে ১৪.০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকা মূলধন মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ২ লক্ষ ৯ হাজার দরিদ্র পরিবারকে ফাউন্ডেশন সহযোগিতা দিয়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি করে।

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও নারীদের গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনটি ২০০৭ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৮ বিভাগের ৩৬টি জেলার ১৭৩ উপজেলায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ৬ হাজার ৮ শত ৩৮ টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করে ২ লাখ ১২ হাজার ৮৫৩ টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা সেবা প্রদান করেছে। ফলে সুফলভোগী সদস্যের পরিবারের সদস্য গড়ে ৫ জন ধরে ১০ লাখ ৬৪ হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকারের সহযোগিতায় ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ এসএফডিএফ সর্বমোট ১৪২ কোটি ১৮ লাখ টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্জিত প্রবৃদ্ধি ও সদস্য সঞ্চয়ের টাকাসহ সর্বমোট ১৭৫ কোটি টাকা ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুফলভোগীদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে এ পর্যন্ত প্রায়

১৩শ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যগণ ফসল উৎপাদন, বানিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, চাষাবাদের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুটির শিল্পসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে লাভবান হচ্ছেন। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের ৯৪% নারী। বর্তমান সরকারের মেয়াদে মোট ১,৯৫,৪৮৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ১,৮৩,৭৬০ জনই নারী। ফলে নারীদের উৎপাদন আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। তবে এখনো অপ্রতুল আবর্তক ঋণ তহবিলের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম বিনিয়োগ থাকায় পূর্ণাঙ্গ জনবল ও শক্তি নিয়ে ফাউন্ডেশন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যেতে পারছে না।

ইতোমধ্যে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব-এর কারণে সরকার ঘোষিত মাঠ পর্যায়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগীগণ বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করলেও পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সদস্যগণ কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে না পারায় তাদের আয়ের পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থে আয়বর্ধক কার্যক্রম যথা- কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রের সদস্যদের পুনরায় উৎপাদনে রাখার প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন ঋণ তহবিল সহযোগিতার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সুফলভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সুরক্ষার স্বার্থে উন্নয়নবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ফাউন্ডেশনের অনুকূলে এককালীন অনুদান হিসেবে ১০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল অনুদান প্রদান করেছেন। কোভিড পরিস্থিতি উত্তরণ পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র ৪% সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ অর্থ ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ দুই বছর মেয়াদে সদস্য পর্যায়ে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। যা কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে সদস্যদের উত্তরণে কার্যকর অবদান রাখবে। করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা ও কৃষকদের সুরক্ষার স্বার্থে এসএফডিএফ-এর আওতাধীন কেন্দ্রের সুফলভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি, মৎস্য, ডেইরি এবং পোল্ট্রিসহ কুটির শিল্প ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকনির্দেশনা অনুসরে ফাউন্ডেশনের ১৭৩টি উপজেলার সকল কার্যক্রম অনলাইন কার্যক্রমে যুক্ত করে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুত কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি শাখা দক্ষ জনবলসহ স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি লেনদেনের অনলাইন মনিটরিংসহ ই-ফাইলিং ব্যবস্থা, ই-মেইল ব্যবস্থা ও ওয়েব পেজ চালু করে সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসএমএস সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে সকল সদস্যের আর্থিক লেনদেনের তথ্য তাৎক্ষণিক অবহিত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ২০০৯ সাল থেকে ৩টি সরকারের সময়ে ফাউন্ডেশনের কর্মএলাকা ৫৪টি উপজেলা থেকে ১৭৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এসময়ে কর্মরত জনবল ২১২ থেকে ৭০৯ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। পদসৃষ্টির মাধ্যমে পদসংখ্যা ৪৬৪ থেকে ১১৩২-এ উন্নীত হয়েছে। ২৫০ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি পে-কমিশনের অনুসরণে ২ বার ফাউন্ডেশনে কর্মরতদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় মাত্র ১৩ লাখ টাকা থেকে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সার্ভিস চার্জ ও বিবিধ আয়ের পরিমাণ ২৩ লাখ টাকা থেকে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি'২০২১ মাসে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা। আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য সৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানের এ সকল আয় থেকে ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সকল ধরনের পরিচালন ব্যয় পরিশোধ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং ৩০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নতুনভাবে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি এবং ফাউন্ডেশনের অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ও ফৌজদারি মামলা এবং অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা দায়ের করে ৩২ জনকে মামলার রায়ের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। মৃত সদস্যদের ঋণ ঝুঁকি তহবিল থেকে সমন্বয় করে মওকুফ করা হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসময়ে ফাউন্ডেশনের

কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য প্রবিধানমালা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করে গ্র্যাচুইটি ফান্ড, সিপিএফ ও কল্যাণ তহবিল, ঝুঁকি তহবিল, মটর সাইকেল, বাই-সাইকেল তহবিল চালু করা হয়েছে। এসব তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মচারীদের ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মচারীর আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা অত্যন্ত জরুরি। মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ সরাসরি নগদ অর্থ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উপজেলা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তার আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রধান কার্যালয়সহ দেশের ১৭৩ উপজেলার কর্মচারীর ব্যবহারের জন্য ফাউন্ডেশনের বিধি-বিধান, কার্য-নির্দেশিকা সহ সকল নীতিমালা ও জরুরি পরিপত্রসমূহ একসাথে করে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হলো। আশা করা যায় এ ম্যানুয়ালের সহায়তায় কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মচারী সততার সাথে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবেন। ম্যানুয়াল প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ম্যানুয়াল প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে এ প্রত্যাশা। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন দীর্ঘজীবী হোক।